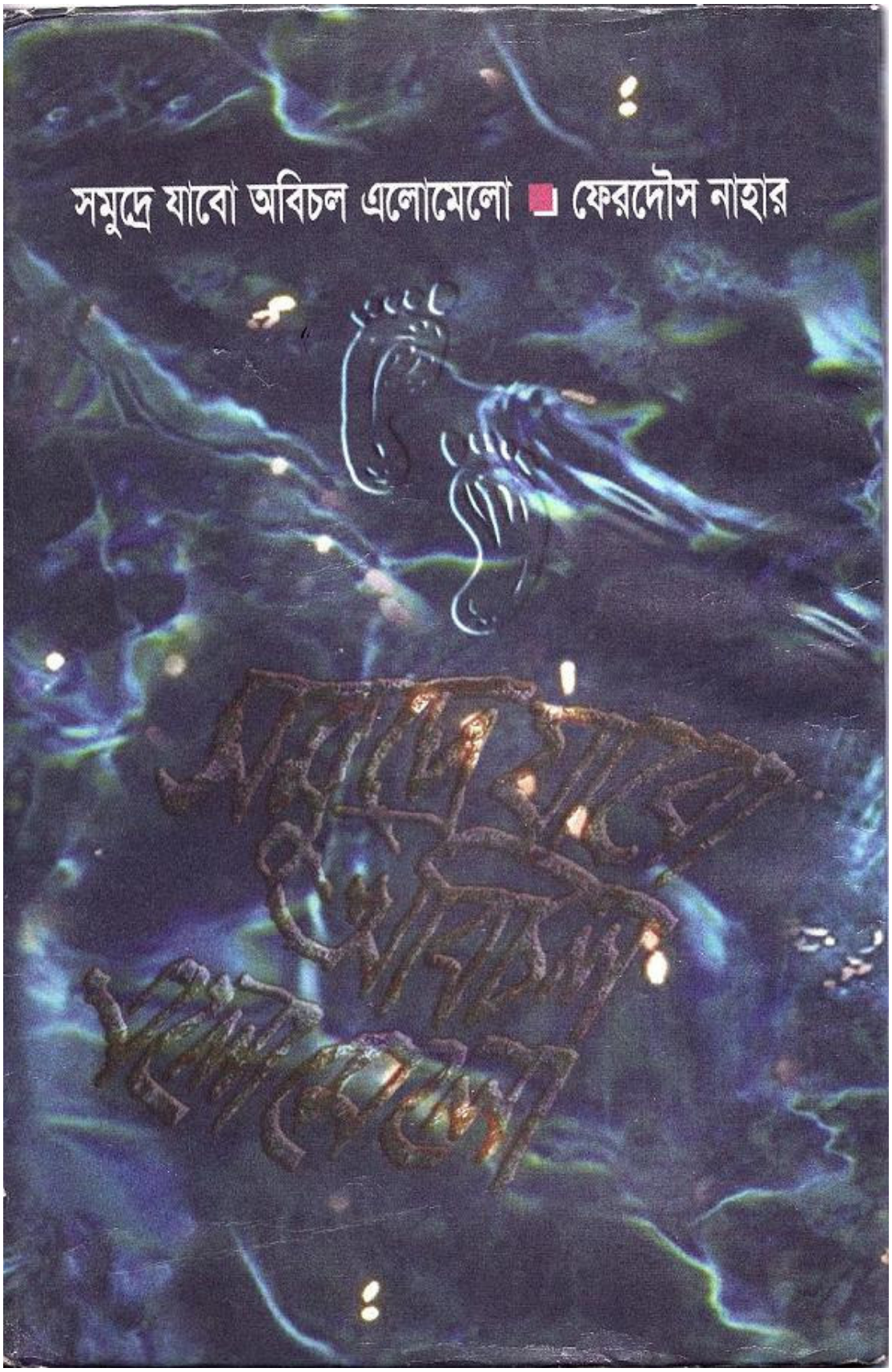

সমুদ্রে যাবো অবিচল এলোমেলো ■ ফেরদৌস নাহার

সমুদ্রে যাবো অবিচল এলোমেলো ❑ ফেরদৌস নাহার

বিশাকা

সমুদ্রে যাবো অবিচল এলোমেলো
ফেরদৌস নাহার

[স্ব]
লেখক

প্রথম প্রকাশ
একুশে বইমেলা
ফাল্গুন ১৪০২
ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬

বিশাখা

প্রকাশক
শাহ্‌জাহান বাচ্চু
৩১/৩২ পি কে রায় রোড
বাংলাবাজার, ঢাকা

গ্রাফিকস
ডিজিগ্রাফ লিঃ
৩৪ পুরানা পল্টন, ঢাকা

মুদ্রণ
কালারকম লিঃ
৪৮ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ
কাওরান বাজার, ঢাকা

কম্পোজ
এবং কম্পিউটার্স
৭৮ আজিজ সুপার মার্কেট
শাহবাগ, ঢাকা

প্রচ্ছদ
অশোক কর্মকার

মূল্য
পঁয়ত্রিশ টাকা

উৎসর্গ

যে বিশ্বাস করে
ভালোবাসা খুব সুন্দর
আর
সমুদ্র সেখানে থাকে
স্পর্শ উচ্চারণে
তাকে...

ফেরদৌস নাহারের প্রকাশিত বই

কবিতা
ছিঁড়ে যাই বিংশতি বন্ধন (চর্যাপদ প্রকাশন ১৯৮৬)
সময় ভেঙ্গেছে সংশয় (নিখিল প্রকাশন ১৯৮৭)
উলঙ্গ সেনাপতি অক্টোপাস প্রেম (নসাস ১৯৮৮)
দেহঘর রক্তপাখি (চর্যাপদ প্রকাশন ১৯৯৩)
সমুদ্রে যাবো অবিচল এলোমেলো (বিশাকা ১৯৯৬)
বর্ষার দুয়েন্দে (শ্রাবণ প্রকাশনী ২০০১)
উদ্ধত আয়ু (অন্যপ্রকাশ ২০০৯)
বৃষ্টির কোনো বিদেশ নেই (ভাষাচিত্র ২০০৯)
পান করি জগৎ তরল (অ্যাডর্ন পাবলিকেশন ২০১০)

প্রবন্ধ
কবিতার নিজস্ব প্রহর (প্রত্ন ২০০২)

ফে র দৌ স না হা র

কবিতাক্রম

খুব ঝড় হচ্ছে ০৬
স্বপ্ন ফেরিওয়ালা ১০
মহড়া ১১
ছবিঃ এক ১২
ছবিঃ দুই ১৩
ছবিঃ তিন ১৪
কী সুন্দর হাসছে সে ১৫
কলাবতী ১৬
এস্ট্রোনাট ছবি আঁকে ১৭
সমুদ্র এলোমেলো ১৮
অবিচল যাবো ১৯
আলো চাষি ২০
বৃষ্টিঃ এক ২১
বৃষ্টিঃ দুই ২২
বৃষ্টিঃ তিন ২৩
বৃষ্টিঃ চার ২৪
পারানির কড়ি ২৫
ঈর্ষা ২৬
কিছুই জানিনি কেন ২৭
২৮ আসন
২৯ খলনায়কের জুটি
৩০ রক্তে ছিল অপয়া ডাক
৩১ বিশুদ্ধ অন্ধকারে
৩২ ভুল বসবাস
৩৩ তুলনাহীন আয়োজনে
৩৪ নগ্ননক্সা
৩৫ প্রকাশ্য-গোপন
৩৬ অগ্নি উৎসব
৩৭ জারজআত্মা আনে অসহ্য আলোক
৩৮ ধ্বংস
৩৯ দানাপানির কেচ্ছা
৪০ অসম্ভব স্বীকৃতি
৪১ কুমারী আগুন
৪২ রোদ রাখে দীর্ঘ ছায়া
৪৩ জাদুকর জীবনের মোড়ে
৪৪ বিষচুমা
৪৫ মায়া যৌবন বর্ষাতি গাথা

খুব ঝড় হচ্ছে

এক. ঝড়ের মাঝে দাঁড়িয়ে দুটি মানুষ
ভীষণ ঝড়ের উন্মত্ততায়
চমকে উঠছে চোখ
কাঁপছে চোখের তারা
আমি ঝড় ও বল্গাহারা

মানুষ জন্মে নেই
ইতিহাসের ঐক্য কোরাস
কিছুই লাগে না চেনা
নিয়ত চেনার ভান
উফ! কিছু লাগে না ভালো
জীবনের খেয়াঘাটে
পাল তোলা নৌকা
ও-ই দেখা যায়
যাব নিরুদ্দেশে
যাব ভেসে ভেসে, কার উদ্দেশ্যে
আর কি আসব ফিরে
বালাই ষাট
আর কী এসেছি ফিরে... ...

দুই. তোমাকে চুমু খাব বলে
নিজেকে প্রস্তুত করেছি
প্রস্তুতি সম্পন্ন হলো
এখন কাঁপছে চোখ
এখন বাজছে বুক
দ্রিমি দ্রিমি দ্রিম দ্রিম
এগিয়ে যাচ্ছে ঠোঁট
ভীষণ হট্টরোল
ভাবনা গুলিয়ে ফেলেছি

আজ সারারাত ঝড় হবে
জল হবে ঝড় হবে
হ'তে হ'তে ঠোঁট হবে গাঢ়
চোখ হবে প্রাচীন লোকগাথা
উষ্ণ উদাস অথচ
বিরহ বিরহ... ...

তিন. প্রেমের কোনো বয়স নেই
একবার এসে পড়লে
পালায় কোথায়
ঝড়ের কোনো প্রকৃতি নেই
একবার উঠে পড়লে
ঠেকায় কে তায়

আমার প্রেম
আমার বয়সের চে' বড়ো
আর পৃথিবীর ঝড়
ভীষণ অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে
ইতি-উতি ছোটে
বোধহয় লুকাতে চায়
বোধহয় পালিয়ে বাঁচতে চায়
আমার ঝড়ের পাশে
তাকে খুব ছোট্ট দেখায়... ...

চার. খুব ভোরে ঘুম ভেঙে যায়
নিকট হয়েছে দূর
ঘুমচোখ চেয়ে চেয়ে দেখে
পৃথিবী প্রভাত

খুব ঝড়ে ঘুম ভেঙে যায়
বাতাস হয়েছে ক্রুর
ঝড় এসে সব ভেঙে যায়
যাপিত জীবন

মানুষ স্বভাবে আছে
ঝড় ঘুম ভোর
আমার স্বভাবে নেই
শুভ প্রেম সুখ

ঝড়ের পৃথিবী ডাকে- আয়
ঝড়ের মাঝেই জানি
আমার যে যেতে হবে
ঝড় থাবা ডাকে- আয় আয়... ...

পাঁচ. চোখ বুঁজলেই দেখতে পাই
সে যেন জলপাই বন

তার দেহে প্রাচীন বল্কল
জাপটে ধরছে গাঢ় মায়াবী সবুজ

তার হাত দীর্ঘ রাতের ভোর
তার বুক দীর্ঘ ঘুমের দেশ
অহংকার নিঃশব্দ আশ্রয় খোঁজে
তার দুই চোখে

আজ মরণের এই ঘোর
আপ্লুত জড়িয়ে ধরে
মরণের মাঝে আজ দেখতে পাই
সবুজ আলোয় ঘেরা নিঃশর্ত ঝড়
বার বার নাম ধরে ডাকে
তাহার গলার স্বরে
ঘুমায়ে যেতে যেতে
পাশ ফিরে শুই... ...

ছয়. কাঞ্চনজঙ্ঘার বুকে রোদ্দুর
খুব বেশি দূরে নয়
এক্ষুনি যোগ হবে
অনাগত কালের লহরি
বনান্তরের সবুজ আর
আকাশের উদাস চোখ
আমাকে মরণ চিনিয়েছে
যদি কোনোদিন না বলে
চলে যেতে চাই তা হবে না
কারণ আমার মনের মাঝে
শাশ্বত কালের ভারী পাথর
গড়াতে গড়াতে আকাশে
উঠছে ঝড়, মেঘরঙ গাঢ়
মেঘেদের ছোটাছুটি
যেনবা তৃণের ফলক
আজানু লম্বিত কোনো
ঘাসফুল দুলে দুলে
মরুভূমির বালু ছুঁয়ে
আলো নেয় শুষে... ...

সাত. ঘুমের মাঝে কুঁকিয়ে উঠলে
তুমি ভাব দুঃস্বপ্ন

আসলেই দুঃস্বপ্ন
গতকাল কতকাল আমি
এভাবে কুঁকিয়ে উঠছি

চার দেয়ালের ফ্রেমে
আমার বিশ্বাসের ছবি
বাঁধাতে পারিনি আমি
কাচের তীক্ষ্ণ দাঁত
ছিনিয়ে নেয় স্বপ্নঘুম

ঘুমের বয়স হলে
সে কেমন একা একা
ব্যথিত শব্দ করে
চোখের পাতায় জমে
কুয়াশা ছবি

আলোর বন্যা নিয়ে
যে-দিন হয়েছে গত
তারই জন্যে ঘুম দেশে
কুঁকিয়ে ওঠা
ঘুম ভাঙা চোখ জেগে
খুব ঝড় বুকে ক'রে
ফুঁপিয়ে ওঠা... ...

আট. শুভেচ্ছা নিও
শুভ ইচ্ছার বিপণিবিতানে
শুভব্রত ভাবনা কিনিও

আজ আকাশের কানায় কানায়
প্রবীণ আলোর বান রচিল-বহিল
জয় হোক জয় হোক অন্ধ পৃথিবীর
আশ্চর্য কোলাহলে মত্ত রহিল

শুভেচ্ছার দ্বারে দ্বারে
সবুজ বৃক্ষ পুঁতিও
না চিনে ভুলেছ যারে
শুভেচ্ছায় তারে চিনিও... ...

স্বপ্ন ফেরিওয়ালা

ও পরান বৌ তোর স্বামী কই?
কোন হাটে ফেরি করে বন্দরে ফেরে
এইখানে বৌ হয়ে ঘোমটার নিচে
পিটপিট চেয়ে দেখ সীমাবদ্ধ পৃথিবী।

ও পরান বৌ তোকে চিনি না কেন?
আলোতে একরকম আঁধারে অন্যকেউ
হাটে হাটে ঘাটে ঘাটে তোর সে বেনিয়া স্বামী
স্বপ্ন দেখায় আর স্বপ্ন ফেরি করে হাঁক দেয়-
চাই কিছু, চাই কি নতুন কিছু যা যা বাকি
এইযে এখানে দেখ বাকিতে কাটে বেলা
বৌ তোর স্বামী কি ফেরি করে অসময় ঘড়ি?

নানাকাজে আজ শুধু বেলা বাড়ে রোদ নাচে
পশ্চিমের ঘরে পড়ে দীর্ঘছায়া
ফেরিওয়ালা হাঁক দেয় নির্জন দুপুরে
বাঁশঝাড় নড়ে ওঠে খস-খস ঝরে পড়ে পাতা
ও পরান বৌ তোর ঘোমটার ফাঁক দিয়ে
দেখা যায় পৃথিবীর ছায়া।

মহড়া

কবিতার কালো গোলাপ
রজনীর অবিমিশ্র উদাসীনতা
সুধার বেয়াড়া বিড়াল

এক সঘন উত্তাপের মাঝে বড়ো হতে হতে
কী যেন কী খেয়ালে পুড়ে যায়
একজন আছে কেউ, যার নামে ভয় হয়
আর ভয় হয় বলেই কালো গোলাপ, উদাসীনতা
কিংবা বেয়াড়া বিড়াল পরস্পর রাখেনি সম্পর্ক।

নিজে নিজে পুলক কাতর এক সম্পর্কের সন্ধানে
রাজপথের হলুদ আলোয় খুচরো পয়সা গুণে
পকেটে ফেলে দিলে প্রকম্প জাগে...
খেলনা খেলার ছলে খেলে যায় দেহ
নক্সা আঁকার ছলে এঁকে যায় হিজিবিজি কিছু
জন্ম-অন্ধ যে সেও চমকে ওঠে জন্মের নামে
কবিতা রজনী সুধা অসুস্থ জন্ম ঘায়ে
পথ সেবার নেশায় আকুল ঘামছে কেবল
কুল কুল ঘামস্রোত বয়ে যায় বক্র পথে
তোমাকে রাখেনি মনে কেউ,
কেউ আর ডাকেনি কোনো নামে,
নম্র বাতাসের ঘোরমাখা আয়োজনে
তোমার নামের প্রাণ ঘুমিয়ে পড়ে
ঘুমিয়ে আছে ঘোর বজ্রের দেশে।

ছবিঃ এক

অশ্ব উৎসাহে প্রলম্ফ উৎসবে
এই ভাঙা আরাধনার ছবি
ভেঙে যাবে বলে
তোমরাও এসেছিলে তোমরাও বসেছিলে
নিয়ে যেতে টুকরো ছেঁড়া ছবি

তোমাদের মাথা থেকে মেধা গলে
দাহ্য হয় মমতার স্তুতি
তোমরাই বেঁচে থেক
পড়ে থাক ভাঙাঘর ব্যথিত মায়াবল
সকল উৎসবের ছবি।

ছবিঃ দুই

তুফান তুফান কোনো তরতাজা তুফানের ছবি
জ্যান্ত গিলে খায়, ডাক দেয়
ধুয়ে নেয় সকল ছবি

যেন মুছে দেবে বলে এসেছিল
ছুটেছিল, গিলে খেল, তারপর
খাওয়া দাওয়া শেষ হলে পরে
বিদায়পুরের দিকে যাত্রা হলো শুরু
যেন ভুল হয়েছিল- শুরু হলো ছুটি।

গান গেয়ে কেটে গেছে বেলা
এ'গানের স্বরলিপি জানা
তবু কেউ ভুল সুরে আহা
গেয়ে ওঠে চেনা গানখানি

জন্ম সফল হবে, সফল জন্মছবি
এইবেলা এঁকে যেতে পারে
অকুণ্ঠ চোখ বুক রক্তের ধুকপুক
কে বলো ছুঁয়ে দেবে রঙভরা তুলি।

ছবিঃ তিন

তুমি ভুল আগুনের ছবি
তোমাকে গোপন করে এইমাত্র সাজিয়েছি
নিঃশব্দ জলদূত, সমূহের সান্ত্বনা, আগুনের স্তব্ধসংহার

যেদিন কঠিন ছিল
সেদিন সহজ ছিলে
এখন অগ্নিভুক সনৃত্য উল্লাসে
প্রচণ্ড ডামাডোল অট্টহাসি সাথে
চাবুকের সূক্ষ্মধ্বনি খসে পড়ে কাঁধে
চৌকাঠ চরাচরে অন্যরূপকার

যাদের ভুলেছ দেখ
আজ তারে মনে পড়ে কিনা
আগুনের ফ্রেম থেকে উদ্ধার করে আনো
সবুজের গাঢ় ছবিখানি
পুড়ে যাবার মন্ত্রণায় যে-দ্বীপ জ্বলছে দূরে
জলদূত এইবেলা ভিজিয়ে এসো তাকে।

কী সুন্দর হাসছে সে

এই আনন্দ কোলাহলের মাঝে
যার মুখ সবচে' উজ্জ্বল, তাকে নিয়ে এসো দেখি
তার চোখের তারায় খুঁজি
উল্লাসের ব্যাকরণ অসম্ভব হাসি
পাপবিদ্ধ চরাচরে যে-ছবি শুকিয়ে গেছে
তারমাঝে বেঁচে থাক তার প্রতিচ্ছবি

তাকে নিয়ে এসো
তার চোখের পাপড়ি তুলে
হাতের তালুতে রেখে গেয়ে উঠি- সোনামুখ গান
নরম সকালের হাসি ঠোঁট জুড়ে থাক
নিঃশব্দ উচ্চারণে তাকে বুঝে নিতে দাও
অনিঃশেষ আহ্বানে উজ্জ্বল মুখখানি
দেখে নিতে দাও

কী সুন্দর হাসছে সে নরম সকাল
এক্ষুনি গলে যাবে বিশুদ্ধ বাতায়ন
পাখিদের আনাগোনা বেড়ে যাবে জানি
যে-চোখ ভ্রান্ত আজো সে-চোখ শুদ্ধ হবে
তাকে নিয়ে এসো দেখি...

কলাবতী

অশান্ত বিশীর্ণ কলাবতী কঙ্কাল
তোর দেহের মাংস খেয়ে
কাটাব কতকাল!
কুৎসিত নখের আঁধারে
দী-র্ঘ রাতের ডাক
বিলীন মিশে থাকে, মেশে না দাঁত
কপালের অস্থি জেগে
এখনো প্রমাণ করে
কপাল পুড়েছে তোর
ঘুমাবি না সারারাত
তোর ক্ষীণ দেহ জুড়ে
কী ভীষণ উৎপাত

তোর মাংস অভিশাপ
তোর মাংস অপঘাত!

এস্ট্রোনাট ছবি আঁকে

একদিন তারা জ্বলেছিল, দূর নক্ষত্রের দেশে তারা উঠেছিল
চোখ কান খোলা রেখে যে এস্ট্রোনাট ছুঁয়ে যায় গোপন অধর
দেখে ফেলে অন্ধকার তারার অসুখ
তার ঘরে ডেকে ওঠে নবজন্ম, বাঁই বাঁই ছুটে চলে নবীন ঘাতক।

এই ঘর বিষাক্ত স্বেচ্ছাচার নবগন্ধ মাখা আকুল পরাণ
এই আকাশ ধুমায়িত বৃত্তাকার গলগলে আঁধার আঁধার
চাঁদ উঠে ডুবে যায়, পাতার রঙ লাগে মনের আড়াল
বনের আড়াল থেকে ডেকে যায় পাখিমন
অবুঝ সবুজ সুগন্ধ সময়ের অশুভ চুম্বন
চাঁদ ওঠে টুকরো ছায়া এসে জুড়ে বসে উঠোনে দেখ

ঠোঁটের দগ্ধ বুকে জ্বলে যায় টুকরো আগুন
অশুদ্ধ ঝড় ওঠে এই ঘোর নিয়মের দেশে
এখন অবহেলা, এখন উদাসীনতা, এখন এস্ট্রোনাট এসে
অন্ধকার ভাঁজ খুলে গনগনে ছবি আঁকে অভিজ্ঞ হাতে।

সমুদ্র এলোমেলো

সমগ্র জীবন ধরে অসামুদ্রিক খেলা অথচ
সমুদ্র ভালোবেসেছিল সে, কী ভুল কী ভুল
ভুল মানুষের ছবি ভালোবেসে ভেবেছে সে- মহামানব
এইতো ষড়যন্ত্র তন্ত্রমন্ত্র চক্রান্ত
আহারে কী ভীষণ ভুল
জানালার উপছায়া আবছা প্রচ্ছায়া আহারে ভুল
কী ভীষণ ভুল বাবু কী ভীষণ ভুল
তুই চিনলি না তার ছোটলোক ছবি
তুই জানলি না তার প্রকৃত প্রকৃতি
শুধু মায়া মায়া টানাচোখ
শোকভুক শতাব্দীর মোহময় ছবি
টানা চোখ গুনগুন টানা হাসি রিনরিন
ভালোবেসে ঝিমঝিম ঝিঁ ঝিঁ ধরে গায়ে
মানুষের বিরল ছবি
আজতক এঁকে এঁকে উদ্ধৃতি
মানুষের শোকালব্ধ স্মৃতি
জেগে থাকে অচেনা আকাশে।

এতপথ পাড়ি দিয়ে মাল্লারা ক্লান্ত ঘুমায়
রাতের আকাশ ছোঁয় সমুদ্র উপকূল
যার চোখে ঘুম নেই সেই তো নৃপতি
তার যাত্রা তাকে গোগ্রাসে খায়, মাল্লারা ঘুমায়
তার ঘাম জমা কপালের ঝিকমিক ঝিলিক
মনে করিয়ে দেয় সে কোনো নৃপতি যার দায় আছে
দায়ভার একাকার অন্ধকার রাতি।
তবু তার ভোর হয়
অরুন্ধুতি আলো নেভে পশ্চিম আকাশে
তার জন্যে জানা-অজানা মন্ত্রবানে
চৌচির করে দেয় সাধের আসন।

অবিচল যাবো

এক. এইযে জীবন খেলার আমূল নষ্টামি
শিষ্টাচারহীন খোয়াব
তার মূলে কোন মুগ্ধতা কাজ করে জানা নেই
আলোর আকাশ থেকে যার আসবার কথা
সেই পবিত্র আকাঙ্খা সে কি এতোই দূর্লভ!
মানুষ তার দৃষ্টি দিয়ে যা যা দেখে
তার অধিকাংশই দেখে না সে
দিব্যদৃষ্টি থাকল না তাই কিছুই দেখা গেল না,
যা দেখা যায় তা ক্ষীণ কুয়াশা ঝাপসা...
বৃষ্টির একটানা শব্দে যে ঘুম ভেঙে যায়
তার প্রাণ কোথায় লুকিয়ে থাকে?
সে যে বৃষ্টি-
তার মাঝে রয়েছে বিপুল প্রাণের বান
অসমাপ্ত উদ্ধারের অবগাহন
নামহীন জেগে থাকা অপূর্ব উচ্ছ্বাস
ভূগর্ভ নৈঃশব্দ্যের অকুণ্ঠ উচ্চারণ
যেতে পারে বুকখোলা বাতাসের ডাকে
নৈঃশব্দ্য যার যার ভালোলাগে, তারা কি নৈঃশব্দ্য বোঝে
নৈঃশব্দ্য যে ভালোবাসে, সে কি নৈঃশব্দ্য চেনে?

দুই. জ্যান্ত চোখের মাঝে আছে অজ্যান্ত খেলা
ছবি ভেঙে যায়-
ভাঙা ছবি জোড়া দেয় কুহকবেলা,
শকুনের তীক্ষ্ণ ছোবল থেকে
যে মৃতদেহ উদ্ধার পেল, সে ভাগ্যবান
তার আত্মা বিশ্বকে চিনুক
আশীর্বাদ টেনে নিক উজ্জ্বল উৎসাহে।
অসমাপ্ত প্লাবনের গান গাইতে গাইতে
যারা চলেছে দীর্ঘ দীর্ঘ বিরানযাত্রা
সম্পূর্ণ করে দিতে অনিবার্য সাবলীলতায়,
মরুভূমির বিশুষ্ক প্রান্তর কড়া রোদের উত্তাপ গিলে খায়
শ্রমঘামে মাখামাখি জবজবে সেইসব প্রাণ।
সময়ের অসংগতি, সম্মুখ সমর পথে কোন পথিকের
অতৃপ্ত পদযাত্রা গিলে খায় স্থিরবিন্দু কালোতিল
দীর্ঘ রোদের দেশে হেঁটে যায় কাফেলার সুদীর্ঘ সারি
নিয়মের অকুণ্ঠ চিৎকার গিলে খায় জীবনের উদ্ধৃতি।

আলো চাষি

তাহার যুবক-বুকে লবণ সাগর
আমার পিরীতি বোঝে এমন নাগর
বন্দরের হাটে বসে মাদক টানে
চোখে ঘোর বেহদ্দ প্লাবন জাগে
বেহায়া মরদ আছে আমার মাঝে
খায় বড়ো খুবলে খায় হাড়মাস গাঢ়
দুহাতে উপড়ে খায় উল্লাস আলো

তাহার যুবক-বুকে যৌবন আঁকা
আঁকাবাঁকা নামাবলি ত্রিভঙ্গরেখা
বাজালেই বেজে উঠি এমন আসর
কখনোই দেখেনি সে মনের মতো
বন্দরের হাটে নাচে নগ্ন রূপকার
আলো চাষি চাষ করে আলেয়ার রাত।

বৃষ্টিঃ এক

বয়ে গেছে বিষন্ন বিশ্রাম, আয়োজনের বৃষ্টি নামে
জীবনের আকাশ বেয়ে, চলো ঘুরে আসি
এইতো পথ সামনে একটুখানি
তোমার কি সময় হবে এইসব বৃষ্টি দেখার?

আজ ঘুম ভেঙে বৃষ্টির অনাদি শব্দে
সাহসী হাতের মুঠোতে ধরে রাখি শুদ্ধজল
কী বিষন্ন কেঁদে ওঠে প্রাণ, যেন
এ-জল আমার নয়, যেন শুদ্ধতায় অনধিকার
ঘুমের উদাস চোখে নীলরঙ আঁকা
আহত এবং কিছু ক্ষুব্ধ কাতর।

তোমাকে দিয়ে যাব সুসংবাদ সামান্য
আমার বিদায় আর ভেঙেচুরে একাকার
হবার সংবাদ, উল্লাসে কাঁপবে বুক নয় তো
হাসবে খুব হো হো করে
বৃষ্টির সঘন শব্দে মিশে যাবে সে-হাসি
তবু একটানা বৃষ্টি এসে ভিজিয়ে দেবে
বারান্দা তোমার।

বৃষ্টিঃ দুই

এঁকেছিলে চোখ নদী বৃষ্টি
নিহত রাতের চোখে আসমুদ্র জল
এঁকেছিলে বৃষ্টি আকাশ, নীল নীল ছবি
প্রচণ্ড ঝড়ের মাঝে বিক্ষুব্ধ রাত।

হে চোখ উদাস চোখ
কেন দেখ স্বপ্নচ্যুত সীমাবদ্ধ ছবি
দুচোখে বিশ্বাস তবু কেন ভাব
জীবনের ঘরে ঘরে গনগনে আগুন
পুড়িয়ে দিচ্ছে সব একাগ্র আসন।

হে নদী দুঃখ নদী
বহমান বাঁকে বাঁকে অস্ফুট উদার ধ্বনি
নদীর নামের সাথে জুড়ে দেই মায়া
সুপ্রাচীন উদাত্ত বড়ো চেনা সুরে
তবু নদী ঘুরে ঘুরে জলছবি আঁকে।

হে জল বৃষ্টি জল
সীমানা ছাড়ায়ে নামো সংকীর্ণ দুয়ারে এখন
ধুয়ে যায়, তবু জাগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কথা
সন্দেহ, দীর্ঘশ্বাস, একাকী গোপন
নিঃশেষ দিনের শেষে অনিঃশেষ স্মৃতি
তুমি এঁকেছিলে
চোখ বৃষ্টি নদী
প্রান্তরে দাঁড়িয়ে থাকা সুগভীর দৃষ্টি।

বৃষ্টিঃ তিন

বেদনা বিধুর আজ পাঠাল মেঘের চিঠি
বেদনা বিধুর আজ পাঠাল জলের চিঠি
গলে যায় খররোদ নিদারুণ দুপুরের ক্রোধ।

সবগুলো মেলট্রেন আজ থামবে তোমার দরজায়
নির্জন নীরব রোদ জানালায় উড়াবে রুমাল
সূর্যকে অভিনন্দন জানাতে বাজবে নির্ঝর বিউগল
ঢং ঢং ঘণ্টা পড়ে, দুলে ওঠে ট্রেনের শরীর
বৃষ্টির দিনগুলো ঝাঁপিয়ে আসে
ভেসে যায় দূরপাল্লার স্মৃতি।

এইযে তোমার ঘর মাটির গন্ধে ভরা
সুনিপুণ আলপনা আঁকা
এইযে তোমার ছবি তারমাঝে বৃষ্টি এসে দাঁড়ায়
আমাকে উজার ক'র হে প্রিয় বেদনার পাখি
পাগল করে দাও বৃষ্টির নামাবলি গায়।

বৃষ্টিঃ চার

বৃষ্টির মাঝে সে শঙ্খ বাজাতে বাজাতে নেমে এলো
তার নাম জানা নেই, তার নাম জেনে রাখি
বৃষ্টিকে গায়ে মেখে শঙ্খধ্বনি কেউ বাজিয়ে গেল।

কালরাতে চাঁদ ভেঙে নেমেছে সে
গাঢ় কালো মেঘ ছিঁড়ে নেমেছে সে
কমলা রোদের বুকে আঁককেটে নেমেছে সে
মাথায় সবুজ মুকুট গলায় মালা
এই সেই শুদ্ধরাজা বৃষ্টিপুরুষ
তার নাম জানা নেই, নাম জেনে রাখি।

এইপথ চলে গেছে বহুদূর, অরণ্য অন্তর
স্পর্শ করে নেমে গেছে সমুদ্র গভীরে
কে তুমি শঙ্খ বাজাও, প্রাণের বাতাস ওঠে কেঁপে
বৃষ্টির ঝাপ্টা শুনি, দুচোখে বিদ্যুৎ রেখা
প্রাচীন অন্ধকার ভেঙে ঝকঝক নেচে ওঠে আজ
ভেঙে পড়ে চোখঘর হৃৎবাড়ি সুগৃহ প্রান্তর
রুমালে দুচোখ বেঁধে কে তুমি শঙ্খ বাজাও
উন্মাদ বৃষ্টির দেশে।

পারানির কড়ি

ঢং ঢং পিটিয়ে যায় ঘণ্টা
সময়ের দূরত্ব বাড়ে
বাড়ে ঝড় জল রৌদ্রের দহন
কালো মেয়ে বসে আছে
কবে আসে বিয়ের সমন
পৃথিবীর প্রাচীন স্বভাব
নারীর সতীত্ব গুণে দেখা
বিক্রিবাট্টার খেলাঘরে
যা কী না রাখা হলো দায়

গাছের কালচে ডালে পাখিদের আনাগোনা বাড়ে
পাখিরা বিপুল কলরবে কালো মেয়ের ভাল থাকা দেখে
যে গেছে অন্ধকারে প্রতিবাদ মাটিচাপা দিতে
তার মুখে ওম্ ধ্বনি ভীষণ বেহায়া লাগে
কালো মেয়ে শাড়ি তুলে ডাক দেয়- আয়
সতীত্ব চিনে যা
না হলে পালিয়ে মর
না হলে রক্ত খা

অনেক নদীর নদী
দেখা হলো বলে
কালো মেয়ে স্নান সারে
তোলা জল ধরে।

ঈর্ষা

যতদিন ছিল না কিছু
ততদিন দিনগুণে ভালো কথা বুক ভরা
মিটিমিটি মধুবন হাসি, ভালোবাসাবাসি
উজানে এসেছে কেউ
জোয়ারের ভরা ঢেউ, পরম মূল্যে পাওয়া
এ-মধুর হাসি, পরালো যে ফাঁসি

আপাতঃ গম্ভীর হলো
বজ্রপাত সংশয় এলো, এলো ঘোর বিদ্যুৎ রাতি
আমূল ছেলেবেলা, কে খেলে কার খেলা
প্রচণ্ড শব্দে হাসাহাসি
চিমটি কাটছে চোখ
বাড়ছে ক্রুদ্ধ ঝোঁক এইবেলা ভুল হয় সব
তোমার রক্ত থেকে তোমাকেই দেখে শুনে
তোমাকেই চেয়ে নেয় মাতাল চাষি

এ-কিছু ভোলার নয়, এ-শুধু পরিচয়
গোপন তপ্ত এক তীব্র রাশি
ঈর্ষা কাটছে নাড়ি
ঈর্ষা খাচ্ছে সুখ
ঈর্ষা পথের মাঝে দাঁড়া আড়াআড়ি।

কিছুই জানিনি কেন

কেন আমি স্বপ্ন দেখলাম
ভোরের প্রভাতে তুমি নেই
আমার উৎসবে তুমি নেই
অনাদি কালের স্রোতে প্রীতিহীন চৌকাঠে
তুমিহীন যৌবন শুষে নেয় শোক

কেন আমি স্বপ্ন দেখলাম
হাত নেই, নখ নাই, আলোর চক্ষু নেই
ভীষণ জোড়াল কোনো চুম্বনের শব্দ নেই
খসখসে কণ্ঠ ডাকে ভয়ানক রেগে!

কেন আমি জানলাম না
তোমার না থাকার কারণ
বেহিসেবি যন্ত্রণায় ছিঁড়ে গেছে চোখ
রক্তক্ষরণ হয় উদ্ধারের নামে
বুক পিঠ মস্তিষ্কের উদার বাগানে
কী ভীষণ ছত্রাক গপ্পে গাঁথে।

আমার আকাশ আছে
আমার চেয়েও এক প্রাণপাখি আছে
কারণ শুধাও কিছু মানে না কারণ
উড়ে উড়ে চলে যায় ধ্রুবপাখি সেই
এমন পাখালি দিন এমন রৌদ্রহীন
কেন তবু জানলাম না রৌদ্রহীনের কারণ।

আসন

জানি,
কাটে না জীবন কোনো ভালোর গানে
অনেক ভুলের মাঝে চৌকস ভুল
আসন আঁকড়ে বলে- বেশ তবে ব'স
কোথায় বসতে দেবে
আসনে নিজেই ব'সে
তবে কেন ডাকা আর সাধা

আমার ঘরের পাশে ছোট্ট কুড়ে ছিল
ছিল বাঁশ বেত ভিমরুল মস্ত কত
ছিল না লোহার দা, চাঁচবার উপকরণ
সন্ধিহীন ব্যবচ্ছেদ আনন্দ উদ্‌যাপন
দীর্ঘ ফাটল দিয়ে দেখা দিল বনভূমি
বনভূমি দীর্ঘ হয় উত্তাল বাতাসে।

কাটে না জীবন কোনো ভালোর গানে
বসবার আসন জুড়ে যে সে বসে
কেন যে এত করে ডাকা আর সাধা
ঠিক আছে বসে থাক একটু জিরাক
আমার সময় হলে আসন উপড়ে নেব
তখন কোথায় যাবে ধুনফুন খেলা।

খলনায়কের জুটি

আমার বেদনা ছিল অবিমিশ্র আলোর আকাশ
আমার বেদনা ছিল শতাব্দীর সঘন বাতাস
আমাকে বোঝেনি যে তার চোখ শিলাবৃষ্টঝড়
আমাকে খোঁজেনি যে তার বুক ক্ষুব্ধ অগ্নিখোর
আমার অজানা ছিল যে যে চোখ মুখোচ্ছবি
আমার অদেখা ছিল সেইসব ভগ্নাংশ স্মৃতি
এখন পাব না কিছু
এখন মুক্তি-ছুটি
হাসে ভুল সময়ের হাসি
এখন আমাকে খোঁজ
আমাকে পাবে না জেনো
আমি খলনায়কের জুটি।

রক্তে ছিল অপয়া ডাক

আমার চোখের মতো সেই চোখ কালরাতে স্বপ্ন দেখিয়েছে
আর আমার মন বলে, তুমিও সেই একই স্বপ্ন দেখেছ
ভোরবেলা, খুব ভোরবেলা কে ওই বহুদূরে কণ্ঠ সাধে
তার কণ্ঠের পথ ধরে আমি যেতে পারি কাছে
বলতে পারি, কেমন আছ ভৈরবী, কেমন আছে তোমার
বিনম্র কোমল ঋষভ?

আমার কিছুই নেই, দুইহাতে শূন্যতার অযুথ খেলা
আমার কণ্ঠের কাছে আঙুলের দাগ আছে হাত নেই
আমার চোখের কোণে রক্তের কণা আছে দৃষ্টি নেই
আমি নেই, নেই তবু নেই বলে পৃথিবীর বদলায় না কিছু
পিছুটান, আনন্দ বন্যার পিছুটান নিচু হয়ে ছুঁয়েছে সময়
আমার বুকের পাশে লালতিল বদলায় না তবু।

তোমার যাবারবেলা তোমার পোশাক ছুঁয়ে জেনেছি
বিষন্ন স্টেশন শিশুকাল কেন কাঁদে, কেন এই কুয়াশায়
ভোরবেলা হাঁটে যায় ধারাপাত হাতে। আমার গায়ের ঘাম
শুকিয়েছে বলে ত্রিকাল অন্ধ এক বালকের চোখ
ক্ষয়িষ্ণু আঁধারে কেঁদে ওঠে, প্রচণ্ড দাবানল ছড়িয়েছে আকাশে
উহাকে উদ্ধার কর, ডেকে আনো কাছে। ওই দেখ-
বিশ্বাসঘাতক আজ আগুনের তকমা এঁটে কুৎসিত হাসে
বেদনায় জর্জর পরাণহৃদয়বক্ষ ফাটিয়া কোনো নদী হইয়া গেল
ভোরবেলা বৈঠা হাতে গান গায় অনাদি অভয় হাঃ হাঃ হোঃ হোঃ

বিশুদ্ধ অন্ধকারে

বিশুদ্ধ অন্ধকারে ঘনমেঘ দাপাদাপি করে
জনান্তিকে যে ছায়া স্পষ্ট হলো
তারদিকে চেয়ে ধেয়ে আসে
বিরস পাখির গান
অনুসন্ধান যত।

বিশুদ্ধ অন্ধকারে পিপাসার উৎপাত
অর্গল ভেঙে দিয়ে গেয়ে ওঠে
নুন ভাত ডাল,
শরীরের নুন দিয়ে ভাত ডলে খাব বলে
চৌদ্দকপাট খুলে ডাক দেয়
হা-ঘরের হাত।

ভস্ম পড়েছে পাতে বিশুদ্ধ অন্ধকারে
এই-শোন ডাক দিলে ওই-শোন জাগে
আমার নামের পাশে লিখে রাখ-
হাভাতে গতর খাকি
মরদ চটকে খাওয়া আচণ্ডী মাগি!

ভুল বসবাস

কিছু ভুলের সাথে অবশেষে বসবাস হলো শুরু
কিছু নামমাত্র মূল্যে দখিনের জানালা হলো খোলা
জানালায় পর্দা ওড়ে
ওড়ে ফুল-ভুল প্রণয়ের সটান দেহ
আমিও অচিরে যাব তৎক্ষণাৎ পেয়ে যাব
বরাদ্দকৃত বারুদের গোলক ধাঁধা
আঁছড়ে ভাঙব চোখ মনিকোটা আধলোক
বাতাসের দেহভার কঠিন অসুখ।

বসবাস ভুল হয়, বার বার ভুল হলো
কেনযে ভুল হলো একবারও মনে পড়ে না
ভয়ের সাথে ছিল বিশাল বাগানমাখা উষ্ণ সবুজ
সবুজ দেখে দেখে লাবণ্য ধর্ম হলো
বসবাস রোদ্দুর পোহাল,
নিঃশ্বাসের চেলনচাটি সুদর্শন তীক্ষ্ণ পাখি
অকাতরে সুঁচ দিল গেঁথে
মরিচপোড়া জ্বালা খুচরো মৃত্যু আলাভোলা
বসবাস দলবেঁধে পিকনিকে গেল।

তুলনাহীন আয়োজনে

যে বন্ধুর বিপন্ন ছুরি আমার বক্ষ বিদীর্ণ করেছে
তার নাম আর যাই হোক আলোর আকাশে
আতশবাজির সাথে ঘুরে ঘুরে নামে
নেমে আসে প্রাচীন পৃথিবীর জ্বলন্ত বাতাসে।

এবার
আমি তার বিমুগ্ধ বুকে বল্লম ঢুকিয়েছি
বার বার হেঁচকাটানে এফোঁড় ওফোঁড় করেছি
আমার যেমন কাজ তেমনই করেছি
যে-কোনো পরাজয় আমার কাম্য নয়
ধূলিসাৎ অন্ধকারে বিশুদ্ধ অভিশাপে
যখন কাঁপছে প্রকৃতি
তোমার প্রকৃতি তখন অন্ধকার খুবলে দেখে
অভিশাপ উদ্ধৃতি।

তুলনাহীন আয়োজন পরাজয় আবিস্কারে
অতিদূর ভগ্ন যোগাযোগ, বিদ্যুৎ আলো
নাবালক শোক, ক্ষুব্ধ করে বেলা .....
আমার যেমন কাজ তেমনই করেছি।

নগ্ননক্সা

এই মৃত সভ্যতার মুখে যারা থুতু দিয়েছিলে
তাদের ঠিকানা খুঁজে আরেকবার
বাহবা জানিয়ে আসি।
কখনো আকাশ জোড়া মেঘলিপি দিনকাল
অচ্যুত অন্ধকারে স্বরগম হাতিয়ার
কে বলো শূন্যে দিল ডাক

যার পাঁজর ছোঁয়া আবক্ষ শব্দ হাঁক
নিঃসীম দাঁড়টানা বিষ্যুদবার রাত
সুসূক্ষ্ম দাঁত খুলে অদ্ভুত হাসে
তার মুখ মুখ নয়, তার চোখ ছুঁয়ে গেল
পৃথিবীর জঙ্ঘা, সঙ্গমক্লান্ত কোনো রক্তাক্ত উরু।

এই মৃত সভ্যতার মুখে যে-বিষ লাগিয়ে ছিলে
চিমটি কাটছে নখ, নখ জুড়ে বিষ
প্রিয় ডাক ঢাকনা খুলে আনমনা ডাকে
এ-কোনো সত্য নয়, এরমাঝে বাস করে
নিঃশব্দ পরিচয়, গোপন অঙ্গীকার
অহংকার অতৃপ্তি, চিত্তহীন জৌলুসের অসুস্থ খেলা
বড়ো বাড় বেড়ে গেছে, এইবার দাঁড়া
সভ্যতার নামে দেখ গাল ভরে জমিয়েছি
একদলা থুতু...।

প্রকাশ্য-গোপন

নদীপারে খেলা জমেছিল
আকাশ আলো কী অন্ধকার
সেদিকে কারই ছিল না ভ্রূক্ষেপ
খেলা জমে গেল
একটি ডুগডুগি এপিঠ ওপিঠ করে
ময়লা সুতোয় বাঁধা চাকতিটা ঘুরাল
আর খেলা জমে গেল
ছেলে বুড়ো গোল হয়ে লেগে গেল
খেলছে অন্যকেউ দেখছে ওরা।
মেয়েটি নাচছে
বাঁদরের মতো হেলে দুলে
কী মজা মেয়েটি নাচছে
সামনে দুহাত তুলে কোমরে দুহাত রেখে
এঁকে-বেঁকে সরিসৃপ এখন
তার স্তনের আঙিনা শ্রমশ্বাসে কাঁপছে
ঘামের চিহ্ন নিয়ে উঠানামা করছে দ্রুত
আঙুলের তালে তালে পায়ের পাতায় নামে
অসম্ভব দ্যুতি, বিদ্যুৎ চমকে ওঠে
শ্রোণীতে জঙ্ঘায় তোলে বিচিত্র পাক
মেয়েটি নাচছে চাপা পোশাক পরে
কম্প্রমান প্রতিটি পেশি বার বার উঠছে দুলে
হাঁপিয়ে উঠছে তবু লুকিয়ে ফেলছে সে
বাঁদর নাচের মেয়ে ক্লান্তি মানায় না তাকে
নাচের তুফান আনে অন্যএক আন্দোলন
প্রবল ঘূর্ণি হয়ে ছোবল দিচ্ছে গাঢ়
উন্মাদ বাতাসে.....
পুরুষের বীর্যপাত ঘটে যায় নিমেষে
বাঁদর মেয়েছেলে সরিসৃপ মেয়েছেলে এসবের
জানবে না কিছু।

অগ্নি উৎসব

ঝামেলা করো না কেউ, ঝামেলা আমার প্রিয় নয়
তামাশা করো না কেউ, তামাশা আমার প্রিয় নয়
যে-ঢেউ নৌকায় লাগে তার জল সুখ-সুশীতল
যে-প্রেম উদাস ডাকে তার নাম শান্ত পরিচয়
অব্যর্থ ঢেউ গুণে জীবনের তরী হলো ভার
তুলে নিল ব্যর্থ চোখ সূক্ষ্মতর জ্বালামুখ
মগ্নময় অগ্নিকার শলা
এইযে অন্যরাত, তার দুটি কাঁধ ধরে
প্রবল ঝাঁকুনি দিলে
এক্ষুনি পড়বে ঝরে বিশাল আকাশ
তারাক্ষয় রাত আসে
বার বার রাত নামে
নির্জন কঠিন কোনো চুম্বকের টানে
যে-মুখ মলিন হলো
তার দিকে চেয়ে থেকে বলি-
ও তারার নম্র সাথি নিজেকে গোপন করে
যে আলোর বন্যা দিলে ঢেলে
তাহাকে শুদ্ধ কর তাহাকে ব্যস্ত করে তোলো
মধ্যাহ্নের ঝরঝরে তীব্র তাপে।

জারজআত্মা আনে অসহ্য আলোক

গতকাল চিঠি লিখেছি, কতকাল?
হরিণেরা উড়ে গেল লাফাল পাথরের গায়
সংসারের প্রেমহীনতা আমাকে খুবলে খায়
আমি তার খাদ্য হব কি না!
এখন দেখছ যাকে তাকে কেউ দেখেনি আগে
ভীষণ অপয়া আর বিস্তৃত বেহায়া জারজ
আদিম অভ্যাসবশত কামড়ে ধরছে কোনো
মায়াবী আলোক
অগ্নি গিলে খায়, অগ্নি বমন করে
তার নাম নিতে গেলে খামচে উপড়ে আনে
সোনালি পালক
ভীষণ অন্যরকম আদিম জারজ।

আমার অভ্যাস ডাকে আমাকে এখন
গুঁড়ো গুঁড়ো ঐকতানে অসহ্য হাঁকিয়ে যায়-
কে আছো কে আছো কবষ্ণ ঘাতক!
গতকাল চিঠি লিখেছি বেনামি ইতি
ছিন্নসংসারের অসহ্য মায়ায় লাগে ভোরের আলো
নাচে আলোর শীর্ণরেখা রোদের পেখম
নেচে ওঠে চোখের তারা
পর্দার ছায়া পড়ে গাঢ়স্বর ডাকে
কঠিন নম্রতা এসে গিলে ফেলে আত্ম-পাবক
নিজেকে বিছিয়ে দেই উঁচু কার্নিশে
ওই নিচে দেখা যায় হেঁটে যায় কবষ্ণ ঘাতক।

ধ্বংস

জানি আজ গানের শেষে তীব্র ঢেকুর তুলে
নৈঃশব্দ্যের খেলা
উত্তাল সন্ন্যাস ছেড়ে অবিরাম বর্ষা মেখে
হুলুস্থুল লাগাবে দেখ।

ওই দেখ, দেখ দেখ কীরকম লুটোপুটি
হুড়োহুড়ি অসভ্যের মতো
বৃষ্টির বন্ধন ছিঁড়ে একা একা
গেয়ে ওঠে সঘন সংঘ
ওকে কেউ চেনো না কি?
নাম ধাম ঠিকানার মস্ত আয়োজনে
জানি এই গানের শেষে তীব্র আলিঙ্গনে
পিষে যাবে রক্তনদী।
উত্তাল সন্ন্যাস হাসে প্রকৃতির নগ্ন সংশোধন
পাহাড়ে ঠুকছে মেঘ গুঁড়োমেঘ মেঘগুঁড়ো
গুঁড়ো গুঁড়ো ধ্বংস মুখর।

দানাপানির কেচ্ছা

দানাপানি দানাপানি রক্ত নিয়ে যা
দানাপানি কাছে এলে ধরে ধরে খা
কচলে রক্তে ধোব জানবে না কেউ
দানাপানি নিলে পাতে কুকুরের ঘেউ
বিনিময় করে নেয় শরীরের ঢেউ

সারারাত বড়োঢেউ ছোটঢেউ কুকুরের ঘেউ ঘেউ
আঁচড়ে কামড়ে যায় কচলে চটকে খায়
দানাপানি দানাপানি তোর ভাই মান ভারি
মুরদ যত না আছে তারচে' বেশি আছে অকারণ ট্যাঁও

আমার পুত্র কাঁদে কন্যা ঘুমিয়ে গেছে
চোখের কোণে তার কান্না শুকিয়ে আছে
তোর পথ চেয়ে চেয়ে আমিও ঘুমিয়ে যাব
আমার পরম সাথি পথের কুকুর ধরে
এ-ঘরে ঢুকিয়ে দেবে, তারপর
দানাপানি তুই এসে টুক করে
ঘুম পাতে চুম খেয়ে দানা দিস ঢেলে

পুত্র কান্না থামা কন্যা উঠরে জেগে
জুঁই ফুল দানা খা নুন ঝোল ডাল মেখে
আমার শরীর জুড়ে কুকুরের ঘেউ ঘেউ
শাক দিয়ে মাছ ঢাক না হলে শুনবে কেউ।

অসম্ভব স্বীকৃতি

এইযে ঘোরাল আপন সময়
তার কণ্ঠস্বর নিনাদের মতো বাজে
এই স্বপ্ন পাখির ঝাঁক, আপাত সুলভ নিঃশ্বাস
তাকে যেতে দাও বিরলের পথে।
বইতে চেয়েছে যে সুবিমল করতল
অগ্নিখোর রাতের আকাশে
রক্তের লালঝুঁটি ঢেউ দাঁড়িয়ে রয়েছে কোনো
রক্তাক্ত আভাসে।

তাকে যেতে দাও আলোর আলোকে
নতুন ডাকের পানে যে-স্বর গেয়েছে গান
তার স্বরলিপি শিখে
এ-স্বচ্ছ বিষ কর পান।
তাকে যেতে দাও
তার আলোকের ক্ষণ যায় ক্ষয়ে
সব যায়, যেতে যেতে রয়ে যায় নিঃশ্বাস গতি,
তার উজ্জ্বল বিদায়ের আর্দ্র আরতি
এইযে রয়েছে লেগে ললাটের তীব্র ঘোরে
তাকে যেতে দাও
সে যদি নাই থাকে, তাকে ডেকে ডেকে
নিজেকে নিঃস্ব করার কেন এ-প্রস্তুতি?

আবার এসেছে দিন, শুদ্ধজয় নির্জন নিয়তি
বৃষ্টি সুস্পষ্ট ঠোঁট চুমু খায় অসম্ভব স্বীকৃতি।

কুমারী আগুন

শোকের মধ্যে শোক দাও ঝাঁপ ঝোঁক
পাহাড় কাঁপছে ওই, পাহাড় পতন
পাথর উপড়ে আসে, পাথর ভাঙছে বসে
লৌহমানব,
আমাকে খুবলে খায় পাথরের রোগ
শোকের মধ্যে শোক দাও ঝাঁপ ঝোঁক
আমি কি তোমার মাঝে অক্ষয় রোগ?

এইহাত টুকরো কর এইচোখ বাঁধ
এইরাত গিলে খাও এইবার জাগো
আমাকে স্পষ্ট দেখ পাথর পাথর
মানুষ উগরে দেয় কুমারী আগুন
পুড়ে যায় দাবানল দীর্ণ শাসন
ক্রুদ্ধ প্রাণের টানে রক্তেরা নাচে
মাতাল মহুয়া হলে মাতালের দেশে
আমাকে জানতে দাও গভীরে ঝুঁকে।

রোদ রাখে দীর্ঘ ছায়া

এইযে বসলে আমার সামনে তার ব্যথাবিদ্ধ বাতাস জীবন
আকাশ ছোঁয়া পলাতক পাখির ছায়া, তোমাকে মনে পড়ে
হে নাবালক সকালবেলা, তোমাকে চুমু খেয়ে ফিরে গেল
বেদুঈন বালকের সুন্দরম ঠোঁট, চুমু খেয়ে ফিরে গেল
দূরের আকাশ।
এলোমেলো করে দিল জীবন সারাৎসার, যখন বেদনাবেলা
রক্ত খাবার নেশায় আকুল হলো তখনই বুঝলাম
হে বেদনাবেলা আমার নাবালক স্বপ্ন সফল হওয়া
প্রথম তন্দ্রা ভাঙা হাত। আমাকে ধরে রাখ
ঘিরে রাখ মায়া প্রেম আনাদর অবহেলায়।
এইযে উঠেছি আমি কুরুক্ষেত্র সুদূর সম্ভার
যখন জানালা ছিল খোলা, খোলা জানালায়
দেখিনি কোনো মুখ। জ্বলে যায় পতন পাখা
চোখের দুপাশে কেমন চক চক করে মৃদু রেখা
এই আমি আসিনি বলে পাখি যায়, যায় রোদ
হেসে কেঁদে রেখে দিয়ে দীর্ঘ ছায়া!

জাদুকর জীবনের মোড়ে

যদি জানতে পাও সব মিথ্যে ছিল, মিথ্যে ছিল
চরাচর উপত্যকা, বেনামি প্রেমের জন্মকথা
আর সব যা যা ভালোবাসা-বাসি।

যাদি জানতে পাও আমার যে নাম ধরে
এতকাল ডেকেছ
সে-নাম মিথ্যে নাম, অন্য কারো
অলস চোখের পাতায় ঘুম না নামা হুতাস
অন্ধকার হাতড়ে ফেরা সব ভুল
শুধু এক চমৎকার মিথ্যেবেলা সত্যের রূপ ধরে
এতকাল নদী নদী খেলা খেলে গেল।

যদি জানতে পাও এইসব বাতাস অজানা দিন
রক্তের ছোবলে নীল বিষ ঢেলে ঢেলে
ধোকা দিয়ে গেছে, দিয়ে গেছে সম্মোহন
আমি সেই জাদুকর জীবনের মোড়ে মোড়ে
সাজিয়েছি ইন্দ্রজাল, করেছি একাগ্র সাধন
হরেক দেশের মানুষ হরেকরকম বেশে ঘাই মেরে
ভালোবাসা কেড়ে নিয়ে মিথ্যে বলে গেছি

ফুল ফোটার সময় হলো হে মিথ্যে দিন
আমাকে আরক্ত কর, আমার প্লাবন ফেল খুলে
জেনে যাও আমিও ছিলাম ভুলে
ভুল জন্মের ইত্যবসরে।

বিষচুমা

সুকৃতি আলোর দেশে কে যাও বন্ধুর বেশে
আমার আঙ্গিনায় আইসা পান খাইয়া যাও।
পান খাও গান গাও
গামছার অঞ্চলে মুইছা নাও ছাতি
কৌশল কলায় পটু অনার্য রমণী
খিল খিল হাইসা বলে- দিবা কি পিরিতি?
পিরিতির রীতিনীতি কারে যাও দিয়া
আলোর আকাশ পথে উড়ন্ত পাখি
ডানা দুটি স্তব্ধ কর নাইমা আসো দেখি
তোমারে পানের সাথে চুন দিয়া দিমু
চুন দিমু খুন দিমু আরো দিমু চুমা
বিষদাঁতের বিষ দিমু ঘুমা বন্ধু ঘুমা।

মায়া যৌবন বর্ষাতি গাথা

সংকীর্তণ মায়ায় বোনা সরল উপকরণের চাবি
অনন্তের চৌকাঠ মারিয়ে দিয়ে গেছে প্রকম্পরেখা
এ-উজার যৌবন দেখ নিদারুণ আলোছায়া মাখা
মানিনি বর্ষানদী
চাইনি ভিক্ষুব্রত
সবকিছু একাকার
আত্মগৌরব থেকে তুলে এনে সাজিয়েছে গাঢ়

বিস্মিত আয়না দেখ, দেখ প্রেম মনের মতো
কাউকে নিলে না সাথে কবর গোপন করে
খননের গান শুধু গাওয়া
এও কি হতে পারে
বিশ্বাসের ভিত্তিমূলে
সপ্রাণ প্রানের বেগ
এও কি সম্ভব বল কিশোরী বয়স চিনে
স্পর্শহন্তাকারী মনে রাখা খুব!

সে যে এসেছিল, বসেছিল
বলেছিল স্বপ্নের কথা
মায়ার যৌবন আহা
মোহময় ছেলেখেলা অগণন বর্ষাতি ধরে
চুষে খায় মধুবন বৃষ্টিমুখ আলিঙ্গন
নিঃশব্দ অহংকার যত

সাধারণ বেঁচে থাকা হলো
সাধারণ কেটে গেল খুব
সাধারণ ছেলেগুলো দেখ
অসাধারণ ভঙ্গিতে হাসে।